তারিখ ... 4 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 9 ...

সমকাল

ঢাবির ডক্টর অব লজ পাচ্ছেন আইএইএ মহাপরিচালক

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ইউকিয়া আমানো

বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ ও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে নোবেলজয়ী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানোকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপ্রতি মো. আবদুল হামিদ এই বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ইউকিয়া আমানোকে এ ডিগ্রি দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তনে আচার্যের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখবেন আইএইএ মহাপরিচালক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এ বছরই ইউকিয়া আমানোকে ডিগ্রি দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করে। কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী, গত ১৪ জুন অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায়

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

ঢাবির ডক্টর অব লজ পাচ্ছেন

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইউকিয়া আমানোকে বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজকের সমাবর্তনে 'শান্তি ও উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তি' শীর্ষক বক্তব্য দেবেন ইউকিয়া আমানো।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্রের যে প্রতিযোগিতা চলছে, জীবনভর ইউকিয়া আমানো তা নিরসনের চেষ্টা করে গেছেন। তার এ দীর্ঘ সময়ের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল মনে করেছে যে, তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি; বিশেষ করে তিনি আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া করেছেন, তাই তাকে আইনের ওপর ডিগ্রি দেওয়া উচিত।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ সরকারও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে বিশ্বাসী। পাবনার রূপপুরে যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হচ্ছে তা সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্যই। বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে ইউকিয়া আমানোর সরদারি প্রশংসার যোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সমাবর্তনের বাইরে বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে ডিগ্রি দেওয়ার রীতি এবারই প্রথম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এর আগে আরও সাতবার বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ সমাবর্তনের বিশেষত্ব হলো, এ সমাবর্তনে কোনো গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি দেওয়া হয় না। বিশেষ সমাবর্তনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 'ডক্টর অব লজ', 'ডক্টর অব লিটারেচার' ও 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রি দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৪ জনকে এসব ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে।বিশেষ সমাবর্তনকে সফল করতে গতকাল সোমবার বিকেলে সিনেট ভবনে চূড়ান্ত পর্বের মহড়া করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মহড়ায় অংশ নেন উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ও সমাবর্তন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর কর্তাব্যক্তিরা। ইউকিয়া আমানো ১৯৪৭ সালের ৯ মে জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন জাপানি কূটনীতিক। ২০০৯ সালে তিনি আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। আইএইএর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ইউকিয়া আমানো সংস্থাটির জাপানের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি একই সংস্থার 'বোর্ড অব গভর্নরসে'র চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরমাণু শক্তি ইস্যু তথা নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রের বিস্তার রোধবিষয়ক কূটনীতিতে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের স্নাতক ইউকিয়া আমানো ১৯৭২ সালের এপ্রিলে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন।